সম্প্রীতি

অক্টোবর,২০২১

"সামাজিক সংযোগ উন্নতিকরন প্রকল্প" এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বুলেটিন। কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফের রাজাপালং, হোয়াইক্যং, হ্নীলা ইউনিয়ন এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'সামাজিক সংযোগ' উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সামাজিক সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন

সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা জরুরি।

‡Kv÷ mvgvwRK ms‡hvM cK‡í i Kgx‡`i mv‡\_ KZcvjs G wn›` gw›`i Gi c‡qvRbxq ms¯‹vi KvR wPwýZ Ki‡Qb ¯vbxq BDwc m`m¨ †njvj DwÏb| Qwe- RjwdKvi †nvmvBb

২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে প্রায় ৬০/৭০ রোহিঙ্গা হিন্দু পরিবার কুতুপালং লোকনাথ মন্দিরে আশ্রয় নেয়, যার ফলে লোকনাথ মন্দিরের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। কুতুপালং ১নং ক্যাম্প হিন্দু শিবিরে আনুমানিক ৫০০ হিন্দুর বাস। আগমনের পর থেকে এই হিন্দু রোহিঙ্গারা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য কুতুপালং লোকনাথ মন্দিরে যায়। কুতুপালং ১নং ক্যাম্পের পাশে অবস্থিত স্থানীয় মন্দিরটি প্রায় জরাজীর্ণ এবং ছোট হওয়ায় প্রার্থনা করার জন্য অনেক লোক ধারন করার মত উপযুক্ত নয়, কিন্তু কুতুপালং ১নং ক্যাম্পের হিন্দু রোহিঙ্গারা তাদের ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতে স্থানীয় লোকনাথ মন্দিরে যায় এবং অধিক লোক একসাথে মন্দিরে যাওয়াতে প্রায় এতে ভীড় হয়। এই কারণে অধিকাংশ স্থানীয় হিন্দু, রোহিঙ্গা হিন্দুর প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানানো শুরু করে। এবং এতে সামাজিক সংযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শান্তির্পূন সহাবস্থান, সামাজিক সংযোগ বজায় রাখতে এবং মন্দিরে যেকোনো ধরনের ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে মন্দির এবং এর চত্বরের সংস্কার করা প্রয়োজন। এই লক্ষে, কোস্ট সামাজিক সংযোগ প্রকল্পের র্কমী এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য জনাব হেলাল উদ্দিন কুতুপালং হিন্দু মন্দির এর প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ চিহ্নিত করছেন। হিন্দু মন্দির এর প্রয়োজনীয় সংস্কার হলে উভয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংযোগ উন্নত এবং প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত একটি শান্তির্পুন সহাবস্থান বজায়, ধর্মীয় নেতোরা সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করা এবং উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সামাজিক এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো শক্তিশালী হবে বলে মনে করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য জনাব হেলাল উদ্দিন। আগামী নভেম্বর মাসে মন্দিরটির সংস্কার সম্পন্ন করতে কোস্ট সামাজিক সংযোগ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে।

"এই এলাকায় মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ আমাদের আছে। এর জন্য আমাদের একটি যৌথ মাদক প্রতিরোধমুলক পরিকল্পনা দরকার। আমাদের নিজ এলাকায় মাদকের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কাজ করতে হবে"– তসলিমা জাহান।

গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইউএনএইচসিআরের সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এবং দমদমিয়া যুব কল্যান সমিতি মাদক প্রতিরোধ বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে। কোস্ট এবং ইউএনএইচসিআরের সহায়তায় নবনির্মিত ক্লাব ঘরে আয়োজিত এই সেমিনারে ক্লাবের ২০ জন নারী পুরুষ সদস্যরা ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন হোয়্যাইকং পুলিশ ফাড়ির ইনর্চাজ মনজুরুল হক আকন্দ এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য জনাব আলী আহমেদ। সেমিনারে উপস্থিত অথিতিরা মাদক এর ভয়াবহতা এবং এর থেকে পরিত্রান পেতে একসাথে কাজ করার আহবান জানান। হোয়্যাইকং পুলিশ ফাঁড়ির ইনর্চাজ মনজুরুল হক আকন্দ সেমিনারে উপস্থিত সকলকে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করতে যেকোন ধরনের সহায়তায় পাশে থাকবেন বলে জানান।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সংলাপ আয়োজন

“ক্যাম্পের বিদ্যমান সমস্যাসমুহ নিরসনে সময় উপযোগী এবং সম্মেলিত প্রচেষ্ঠা প্রয়োজন” বলেছেন-রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্প ইনর্চাজ, ক্যাম্প ১।

K¨v¤ú 1 G †Kv÷ †iwn½v Ges ¯'vbxq‡`i g‡a¨ Av‡qvwRZ msjv‡c e³e¨ ivL‡Qb mnKvix K¨v¤ú BbPvR Rbve iûj KÏm| Qwe-RjwdKvi †nvmvBb

কোস্ট ফাউন্ডেশন ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় স্থানীয় এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রত্যাবাসনের আগ পর্যন্ত সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিতে কাজ করছে। ক্যাম্প ১ ইস্টে আয়োজিত সংলাপে সহকারী সিআইসি জনাব রুহুল কুদ্দুস বলেন, ”ক্যাম্প ১ এ রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা কমিয়ে আনার জন্য আমাদের সময় উপযোগী সমাধানের কথা চিন্তা করা এবং সম্মিলিত চেষ্ঠা প্রয়োজন”। ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২১ ইউএনএইচসিআর -এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত শান্তির্পুন সহাবস্থান এবং সামাজিক সংযোগ বজায় রাখতে করনীয় বিষয়ে একটি সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপে বসার আগে ইউপি সদস্য, শিক্ষক, ইমাম, স্থানীয় যুবক এবং রোহিঙ্গা সদস্যরা মিলে সামাজিক সংযোগ উন্নয়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং এর সমাধানে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে উপস্থিত সকলে আলোচিত বিষয়ে সহকারী সিআইসি মহোদয়কে অবহিত করেন। ক্যাম্প ১ এর ভিতরে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসী জনাব আবদুল কালাম বলেন-“কিছুদিন আগে আমার সন্তান মধ্যরাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি আমার সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করেছি কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে ক্যাম্পের বাইরে যেতে বাধা দেয় যদিও আমি একজন বাংলাদেশী নাগরিক। তাহলে, আমাদের দোষ কি? আমরা কি করেছি? আমরা কেন কষ্ট পাচ্ছি? আমাদের এই ধরনের ভোগান্তির দ্রুত সমাধান করা উচিত”। এই প্রসঙ্গে সহকারী সিআইসি বলেন “এই ধরনের ঘটনা খুব দুঃখজনক, কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমি এই বিষয়ে ক্যাম্প নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সমাধানের বিষয়ে কথা বলব। এই ধরনের সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করা উচিত”।

কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও র্অজন,সেপ্টেম্বর ২০২১

কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	র্অজন
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক ক্যাম্পেইন	১	১
ক্যাম্পে সামাজিক সংযোগ এবং মানবাধিকার বিষয়ে সেশন পরিচালনা	৮	৮
রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডায়ালগ	১	১

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সেশন পরিচালনা

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ১৬০ মানুষকে সামাজিক সম্প্রীতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে

কোস্ট ফাউন্ডেশন ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় সামাজিক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশন সামাজিক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাম্প ১ইস্ট, ১ওয়েস্ট এবং ২২ এ ০৮ টি সেশন পরিচালনা করে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং কোভিড সংক্রমন রোধ ব্যবস্থা রেখে ইমাম, যুবক, মহিলা নেত্রী, এবং কমিউনিটি লিডারের অংশগ্রহণে এই সেশন সমুহ পরিচালনা করা হয়। প্রত্যাবাসনের আগ পর্যন্ত সামাজিক সংযোগ বজায় রাখতে এবং শান্তির্পূণ সহাবস্থান ধরে রাখতে প্রায় ১৬০ জন রোহিঙ্গাকে সচেতন করা হয়।